STUDY MATERIAL FOR SEM - 6 SANSKRIT GENERAL STUDENTS

DEPARTMENT OF SANSKRIT

TEACHER`S NAME- ARPITA PRAMNIK

K.C.COLLEGE, HETAMPUR, BIRBHUM

DATE-19-4-2020

PAPER- DSE-2

TOPIC-ALAMKARA(DRISTANTA)

দৃষ্টান্ত অলংকার

দৃষ্টান্ত একটি অর্থালংকার। এর লক্ষণ নির্দেশ প্রসঙ্গে আচার্য বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁর 'সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থে বলেছেন--

''দৃষ্টান্তস্তু সধর্মস্য বস্তুনঃ প্রতিবিম্বনম্।'' অর্থাৎ,(দুটি স্বতন্ত্র বাক্যে অবস্থিত) উপমেয় ও উপমানের মধ্যে এবং উভয়ের সদৃশ ধর্মের মধ্যে বিম্ব-প্রতিবিম্বভাব অর্থৎ প্রণিধানগম্য ভাবগত সাদৃশ্য বর্ণিত হলে দৃষ্টান্ত অলংকার হয়।

সধর্ম বস্তুর প্রতিবিম্বন দৃষ্টান্ত। লক্ষণে 'তু' শব্দটি সমানজাতীয় প্রতিবস্তুপমা অলংকার থেকে দৃষ্টান্তকে পৃথক করেছে। এই স্থলে সধর্ম বলতে সদৃশ বা তুল্যধর্ম বিশিষ্ট রূপ অর্থ। অতএব তুল্যধর্মবিশিষ্ট বস্তুর প্রতিবিম্বরূপে স্থাপনই দৃষ্টান্ত অলংকার। অর্থাৎ দুটি বাক্যে উল্লিখিত সাধারণ ধর্মদ্বয় সাদৃশ্য বিম্বপ্রতিবিম্বভাবের হলে অর্থাৎ প্রতীয়মান বা তাৎপর্যলভ্য হলে দৃষ্টান্ত অলংকার হয়। বিস্তারিতভাবে বলতে গেলে দৃষ্টান্ত অলংকারে----১। উপমেয় ও উপমান পৃক দুটি স্বাধীন স্বতন্ত্র বাক্যে থাকে।

২। তুলনামূলক ইবাদি শব্দ থাকে না।

৩। উপমেয় ও উপমানের সাধারণ ধর্ম পৃক হলেও বিম্ব-প্রতিবিম্বভাব সম্পন্ন সাধারণ ধর্মে পরিণত হয়। অর্থাৎ ভাবসদৃশ প্রণিধাণগম্য হয়।

৪। এটি এক বাক্যের অলংকার নয়। দৃষ্টান্ত অলংকারে 'বিম্ব-প্রতিবিম্বভাব' বলতে কেবলমাত্র ভাষাগত দিক থেকে নয়, প্রস্তুত বা প্রকৃতের এবং অপ্রকৃত বা অপ্রস্তুতের ধর্ম স্বতন্ত্র হবে। অর্থাৎ প্রকৃতের যা ধর্ম তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক বা ভিন্ন হবে। অপ্রস্তুতের ধর্ম অর্থাৎ উভয়ের ধর্মের মধ্যে ভাবসাদৃশ্য ভিন্ন অর্থগত কোনোরূপ ঐক্য একেবারেই থাকবে না। আবার ভাবগত সাদৃশ্যটিও আবিষ্কার করে নিতে হবে অর্থাৎ ভাবসাদৃশ্যটি কেবলমাত্র প্রণিধানগম্য হতে হবে। এরূপ হলে প্রকৃতের ধর্মটি হল বিম্ব এবং অপ্রকৃতের ধর্মটি হল প্রতিবিম্ব। উভয়ের মধ্যে এই ভাবই বিম্ব-প্রতিবিম্বভাব।

উদাহরণ--''অবিদিতগুণাপি সৎকবিভণিতিঃ কর্ণেষু বমতি মধুধারাম্।

অনধিগতপরিমালা হি হরতি দৃশং মালতীমালা।।''

অর্থ- (রসভাবাদি) গুণ অবিজ্ঞাত হলেও সৎকবির কাব্য কর্ণে মধুধারা বর্ষণ করে। মালতীমালার গন্ধ অনাঘ্রাত হলেও দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

উল্লিখিত শ্লোকদুটিতে দুটি স্বতন্ত্র বাক্য। প্রথমে উপমেয় বাক্যটির সাধারণ ধর্ম 'বমতি' ক্রিয়া এবং দ্বিতীয় উপমান বাক্যটির সাধারণ ধর্ম 'হরতি' ক্রিয়া। 'বমতি' ও 'হরতি' ক্রিয়ারূপ ধর্মদ্বয় ভিন্ন বা পৃথক হলেও অত্যন্ত ভিন্ন বা অত্যন্ত পৃথক নয়। উভয়ের মধ্যে যে একটা ভাবসাদৃশ্য বর্তমান তা সুষ্ঠু প্রণিধানের দ্বারা অবগত হওয়া সম্ভব। এই সূক্ষ্ম ভাবসাদৃশ্যটি হল ইন্দ্রিয় বিশেষের চরিতার্থতা। শ্রবণেন্দ্রিয়ের সার্থকতা মধুর বাক্য শ্রবণে আর দর্শনেন্দ্রিয়ের সার্থকতা সুন্দর বস্তু দর্শনে। সুতরাং ধর্মদ্বয় বিম্ব-প্রতিবিম্বভাবাপন্ন এবং ইবাদি সাদৃশ্যবাচক পদেরও অভাব এই শ্লোকে। অতএব, এটি দৃষ্টান্ত অলংকার। পুনরায় এটাও লক্ষণীয় যে উপমেয়ে 'অবিদিতগুণাপি সৎকবিভণিতি' এবং উপমান 'অনধিগতপরিমালা মালতীমালা'র মধ্যেও বিম্বপ্রতিবিম্বভাব বর্তমান। সুতরাং সবদিক থেকে শ্লোকটি একটি সার্থক দৃষ্টান্ত অলংকারের উদাহরণ। আর উভয়ই ভাবপদার্থ হওয়ায় সাধর্ম্যের দৃষ্টান্ত।

কোথাও অভাবপদার্থ থাকলে বৈধর্ম্যেও দৃষ্টান্ত অলংকার হয়। যেমন----**''ত্বয়ি দৃষ্টে কুরঙ্গাক্ষ্যাঃ সংস্রতে মদনব্যথা।**

দৃষ্টানুদয়ভাজীন্দৌ গ্লানিঃ কুমুদসংহতে।।''

অর্থ- তোমাকে দেখিলে হরিণনয়নার মদনব্যাথা দূর হয়। চন্দ্রের উদয় না হলে কুমুদ সমূহের প্রফুল্লতা বিনষ্ট হয়।

এই শ্লোকটিতে নায়কের দর্শনে মৃগনয়নার মদনব্যাথার উপশম এবং চন্দ্রের উদয়ে কুমুদসমূহের প্রফুল্লতা- এই দুটি বক্তব্যের মধ্যে প্রণিধানগম্য ভাবসাদৃশ্য থাকায় বিম্বপ্রতিবিম্বভাব রয়েছে। সাম্যবাচক কোনো শব্দের উল্লেখ নেই। সুতরাং দৃষ্টান্ত অলংকার। কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যে অর্থাৎ উপমান বাক্যে চন্দ্রের উদয়ের অভাবে কুমুদসমূহের গ্লানি-এইভাবে অভাবমুখে গ্লানির উল্লেখ থাকায় বৈষম্যে দৃষ্টান্ত অলংকার হয়েছে।

.....